সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা 2012

কালো তালিকাভুক্ত কলেজ চেয়ারম্যানের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর পুরস্কার গ্রহণ কেন?

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের বিতর্কিত ও শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক মঞ্চ থেকে পুরস্কার নেয়ায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অভিমত দিয়েছেন। তারা বলেছেন, 'ওর্য়াল্ড এডুকেশন কংগ্রেস' (ডব্লিওইসি) এবার বাংলাদেশের যেসব ব্যক্তিকে পুরস্কার বা অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে তাদের মধ্যে কমপক্ষে দুজন দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা ব্যবসায়ী হিসেবে চিহ্নিত। এ ধরনের শিক্ষা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর কোনভাবেই পুরস্কার গ্রহণ করা সংগত হয়নি বলেও সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

জানা গেছে, দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা ব্যবসায়ী এমকে বাশারকে দেশের সবচেয়ে শিক্ষামন্ত্রীর : পৃষ্ঠা : ১৫ ক

শিক্ষামন্ত্রীর পুরস্কার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সফল শিক্ষা উদ্যোক্তা হিসেবে অভিহিত করে তাকে এবার দেয়া হয়েছে ডব্লিওইসি-অ্যাওয়ার্ড। গত ২৯ জুন ভারতের মুম্বাইয়ে তাকে এ পুরস্কার দেয়া হয়। তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কালো তালিকাভুক্ত ক্যামব্রিয়ান কলেজের চেয়ারম্যান। তিনি বিএসবি ফাউন্ডেশন এবং বাণিজ্যনির্ভর কিংকস কলেজ, উইনসাম কলেজ ও মেট্রোপলিটান কলেজেরও কর্ণধার। শিক্ষা ব্যবসায়ীর সঙ্গে 'ডব্লিওইসি' এবার শিক্ষা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদানের জন্য শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকেও অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে। তিনিও মুম্বাই গিয়ে এ পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রশ্ন তুলছেন, 'একদিকে শিক্ষামন্ত্রী দুর্নীতি ও অনিয়মের লাগাম টেনে শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন, অন্যদিকে যারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলুষিত, দুর্নীতিগ্রস্ত ও বাণিজ্যিক রূপ দিচ্ছে তাদের সঙ্গে একই মঞ্চে পুরস্কার গ্রহণ করলেন'। অভিযোগ উঠেছে, শিক্ষা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা ভোগকারী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শ্রেণীর অসাধু আমলা অত্যন্ত কৌশলে মন্ত্রীকে এ পুরস্কার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যদিও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, 'শিক্ষা ব্যবসায়ীরা যে একই মঞ্চে ডব্লিওইসি পুরস্কার পাচ্ছেন সেটা মন্ত্রী আগে জানতেন না'। সরকার সমর্থক একজন শিক্ষক নেতা ক্ষোভ প্রকাশ করে সংবাদ'কে বলেছেন, 'নুরুল ইসলাম নাহিদ মন্ত্রণালয় পরিচালনায় যথেষ্ট সফলতা ও সুনাম কুড়িয়েছেন। তাই তার সুনাম ক্ষুণ্ন করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি চক্র ও বিএনপি-জামায়াতের সুবিধাভোগী শিক্ষা ব্যবসায়ীরা মরিয়া। তারাই নানাভাবে শিক্ষামন্ত্রীকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে রাখার চেষ্টা করছেন। নাম না জানা সংস্থার মাধ্যমে পুরস্কার প্রদানের নামে তাকে বিতর্কিত করছেন'। এ বিষয়ে শিক্ষা প্রশাসনের একজন প্রভাবশালী কর্মকর্তা সংবাদ'কে বলেছেন, 'মন্ত্রণালয় পরিচালনায় নুরুল ইসলাম নাহিদ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন। তার পুরস্কারের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ দেশের মানুষই তাকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করছে। তাছাড়া ডব্লিওইসি অ্যাওয়ার্ড তো 'নোবেল', 'পুলিৎজার' কিংবা 'বুকার'-এর সমতুল্য পুরস্কার নয়। তাহলে এটা নিয়ে কেন এত তোড়জোড় করতে হবে'?

একটি গোয়েন্দা সংস্থা সূত্র জানায়, বিদেশে উচ্চ শিক্ষায় গমনে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের নামে দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে অর্থ পাচারের ব্যবসা করে আসছে এনএসবিসিএল। এই সংস্থাটির কর্ণধার সুমন তালুকদারকেও এবার ডব্লিওইসি পুরস্কার দেয়া হয়েছে। বরাবরই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবস্থান এ জাতীয় বাণিজ্যনির্ভর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু একই মঞ্চে পুরস্কার গ্রহণ করতে গিয়ে শিক্ষা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মন্ত্রীর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন হলো।

এমকে বাশারের আমলনামা : জানা যায়, সরকারের কোন অনুমোদন ছাড়াই ২০১০ সালে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় একটি আবাসিক বাড়িভাড়া নিয়ে কিংকস কলেজের কার্যক্রম শুরু করে এমকে বাশার। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনে নামেন এলাকাবাসী। এক পর্যায়ে গণবিক্ষোরণের মুখে কিংকস কলেজের কার্যক্রম গুটিয়ে নেয় এমকে বাশার।

২০০৯ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের (ডিআইএ) তদন্তে ক্যামব্রিয়ান কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম, সরকারের নিয়মনীতি উপেক্ষা, ভর্তি নীতিমালা অগ্রাহ্য, ইনডেক্সবিহীন ও অভিজ্ঞতাহীন শিক্ষক নিয়োগ, মিশ্র পদ্ধতিতে পাঠদান, এনসিটিবি'র পাঠ্যবই না পড়িয়ে নিজেদের মনোনীত বই পাঠদানসহ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এমকে বাশারের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের প্রমাণ মেলে। এরপর প্রতিষ্ঠানটিকে কালো তালিকাভুক্ত করে এর একাডেমিক স্বীকৃতি কেন বাতিল করা হবে না সে সম্পর্কে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কিছু অসাধু আমলা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এবারও ভর্তি নীতিমালা উপেক্ষা করছে এমকে বাশারের কলেজগুলো। বিভিন্ন অভিযোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এখন ক্যামব্রিয়ান কলেজের বিভিন্ন অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতা তদন্ত করছে। সাবেক জোট সরকারের সুবিধাভোগী এমকে বাশার এই সরকারের আমলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছে। তার কাছ থেকে শিক্ষা প্রশাসনের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নানাভাবে অনৈতিক সুবিধা পেয়ে থাকে। মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময়ে রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় কলেজ ও স্কুলের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে সভা আহ্বান করা হলেও প্রত্যেকটি সভায় ক্যামব্রিয়ান কলেজের চেয়ারম্যান এমকে বাশার উপস্থিত থাকার সুযোগ পায়। সর্বশেষ শিক্ষামন্ত্রী গত ১৪ জুন 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২' নীতিমালা চূড়ান্তকরণ সভায় এমকে বাশারকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেন।